গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক]

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং- ১৬৬-আইন/২০১৭/০৯-মূসক।—মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।—এই বিধিমালা **মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ) বিধিমালা, ২০১৭** নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **"অভিন্ন সরবরাহ (identical supply)"** অর্থ এইরূপ কোনো সরবরাহ, যাহা—

(অ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহের দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মান ও খ্যাতিসহ সর্বক্ষেত্রে, মূল্য প্রভাবিত করে না এইরূপ বাহ্যিক সামান্য পার্থক্য ব্যতীত, একইরূপ; এবং

(আ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের ক্ষেত্রে উহা যে ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত, সেই একই ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত এবং সেবার ক্ষেত্রে একই ভৌগোলিক এলাকায় প্রদত্ত;

(খ) "**আইন**" অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন);

(গ) "**ইতোপূর্বে**" অর্থ ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহ যে সময়ে সরবরাহ প্রদান করা হইয়াছে সেই সময় হইতে ৯০ (নব্বই) দিন পূর্ব পর্যন্ত সময়;

(ঘ) **"একই পরিস্থিতি"** অর্থ ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহ যে সময়ে সরবরাহ করা হইয়াছে সেই সময় হইতে ৯০ (নব্বই) দিন পূর্ববর্তী অথবা ৯০ (নব্বই) দিন পরবর্তী পর্যন্ত সময়ে, সমপরিমাণ, অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহ সমান দূরত্বে, একই শ্রেণীভুক্ত সরবরাহ গ্রহীতার নিকট, একইরূপ পরিবহন মাধ্যমে সরবরাহের পরিস্থিতি;

(ঙ) "**কমিশনার**" অর্থ আইনের ধারা ২(২৩) এ সংজ্ঞায়িত কমিশনার;

(চ) **"নৈর্ব্যক্তিক গড়"** অর্থ করদাতার বিগত ৯০ দিনের সরবরাহের ভিত্তিতে নিরূপিত গড়মূল্য;

তবে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রদত্ত সরবরাহসমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ছ) **"ন্যায্য বাজার মূল্য"** অর্থ আইনের ধারা ২(৫৮) তে সংজ্ঞায়িত ন্যায্য বাজার মূল্য;

(জ) "**পণ**" অর্থ এই আইনের ধারা ২(৫৯) এ সংজ্ঞায়িত পণ;

(ঝ) "**বোর্ড**" অর্থ আইনের ধারা-২(৭৩) এ সংজ্ঞায়িত বোর্ড;

(ঞ) **"সমজাতীয় সরবরাহ (similar supply)"** অর্থ এইরূপ কোনো সরবরাহ, যাহা—

(অ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহের একইরূপ নহে, কিন্তু যাহার বৈশিষ্ট্য এবং উপাদান একইরূপ এবং যাহা একইরূপ কার্য সমাধা করিতে সক্ষম এবং যাহা ট্রেডমার্ক, গুণাগুণ ও খ্যাতির ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন সরবরাহের সহিত বিনিময়যোগ্য; এবং

(আ) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়াধীন পণ্যের ক্ষেত্রে উহা যে ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত, সেই একই ভৌগোলিক এলাকায় উৎপাদিত এবং সেবার ক্ষেত্রে একই ভৌগোলিক এলাকায় প্রদত্ত;

(ট) "**সহযোগী**" অর্থ আইনের ধারা ২(৯৭) তে সংজ্ঞায়িত সহযোগী;

(ঠ) **"স্বাভাবিক সম্পর্ক"** অর্থ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক রীতি-নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে এইরূপ কোনো সম্পর্ক, যাহা ব্যবসায়িক সম্পর্কের বাহিরে অন্য কোনো সম্পর্ক হইবে না এবং যাহা সহযোগী সম্পর্ক নহে।

৩। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের পরিস্থিতি।— (১) আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, এই বিধিমালার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে—

(ক) পরস্পর সহযোগী নহে এইরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরূপিত কোনো সরবরাহের পণ উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(খ) পরস্পর সহযোগী এইরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সরবরাহ প্রদান করা হইলে যদি উক্ত সরবরাহের পণ ইতোপূর্বে একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহের পণের সমান হয় বা উক্ত পণের তুলনায় ১০ (দশ) শতাংশ পর্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত পণই উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে;

(গ) পরস্পর সহযোগী এইরূপ ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সরবরাহ প্রদান করা হইলে যদি উক্ত সরবরাহের পণ ইতোপূর্বে একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহের পণের তুলনায় ১০ (দশ) শতাংশের বেশি হ্রাসপ্রাপ্ত বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে বিধি ৪ হইতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে বিধি ৪ হইতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি এবং উহাতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনারের অনুমোদনক্রমে বিধি ৪ হইতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতির ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করিয়া প্রয়োগ করা যাইবে, তবে, উক্ত ক্ষেত্রে বিধি ৮ এ বর্ণিত নৈর্বক্তিক গড় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার প্রদান করিতে হইবে ।

৪। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের তুলনামূলক পদ্ধতি (comparative method)।— বিধি ৩ মোতাবেক ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হইলে কমিশনার, সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এইরূপ একজন কর্মকর্তার নের্তৃত্বে একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে একাধিক বিষয় অনুসরণপূর্বক ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) একই পরিস্থিতিতে অভিন্ন বা সমজাতীয় কোনো সরবরাহ;
(খ) ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর সহযোগী নহেন এইরূপ কোনো অভিন্ন বা সমজাতীয় সরবরাহ;
(গ) ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পর সহযোগী নহেন এইরূপ কোনো অভিন্ন বা সমজাতীয় সরবরাহের উপকরণ মূল্য এবং মূল্য সংযোজনের পরিমাণের তুলনামূলক বিশ্লেষণ; এবং
(ঘ) অঞ্চল, দূরত্ব, বাজার ব্যবস্থা, পরিমাণ, ট্রেডমার্ক, গুণাগুণ, খ্যাতি, সরবরাহ দাতা ও সরবরাহ গ্রহীতার শ্রেণী, পরিবহন মাধ্যম ইত্যাদিসহ যৌক্তিক বিবেচনায় একই প্রকার সরবরাহের সহিত তুলনামূলক বিশ্লেষণ।

৫। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের অবরোহী-আরোহী পদ্ধতি (deductive-inductive method)।— (১) যদি উপরি-উক্ত বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিধি ৪ এর অধীনে গঠিত কমিটি, পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি স্থল, উৎপাদন স্থল বা ব্যবসায় স্থল হইতে উক্ত পণ্যমূল্য বা অভিন্ন পণ্যমূল্য বা সমজাতীয় পণ্যমূল্য সংগ্রহ করিয়া এবং সেবার ক্ষেত্রে সেবামূল্য সংগ্রহ করিয়া যে স্তরে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন সেই স্তর পর্যন্ত যেসকল ব্যয় যুক্ত বা বিযুক্ত হইতে পারে সেইসকল ব্যয় বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে যোগ বা বিয়োগ করিয়া যে মূল্যে উপনীত হইবে, সেই মূল্যের ভিত্তিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত ব্যয়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, যথা:-

(ক) কমিশন, মুনাফা এবং অন্যান্য সাধারণ ব্যয়;
(খ) বোঝাইকরণ, পরিবহন, অবতরণ, হ্যান্ডলিং, পুনঃমোড়কাবদ্ধকরণ, বীমা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয়; এবং
(গ) প্রদত্ত রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, ইত্যাদি।

৬। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের হিসাবকৃত পদ্ধতি (computed method)।—যদি উপরি-উক্ত বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিধি ৪ এর অধীন গঠিত

কমিটি নিম্নবর্ণিত ব্যয়ের সমষ্টির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে, যথা:

(ক) উপকরণ মূল্য;

(খ) মূল্য সংযোজন;

(গ) মুনাফা; এবং

(গ) অন্যান্য ব্যয়।

৭। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের সামগ্রিক পদ্ধতি (wholistic method)।—যদি উপরি-উক্ত বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিধি ৪ এর অধীন গঠিত কমিটি সরবরাহকারীর নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহপূর্বক যাচাই-বাছাই করিয়া, উপরি-উক্ত বিধিতে উল্লিখিত এক বা একাধিক পদ্ধতির অংশবিশেষ প্রয়োগ করিয়া অথবা গ্রহণযোগ্য যুক্তি, কারণ, ভিত্তি ইত্যাদি উপস্থাপন করিয়া, ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) সরবরাহকারীর ইউনিট প্রোফাইল;
(খ) সরবরাহকারীর স্থায়ী মূলধন এবং চলতি মূলধন;
(গ) সরবরাহকারীর স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা;
(ঘ) অভিন্ন বা সমজাতীয় সরবরাহকারীর প্রাসঙ্গিক তথ্য;
(ঙ) প্রায় একই পরিমাণ রাজস্ব (মূসক ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক) প্রদান করে এমন প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিক তথ্য;
(চ) অভিন্ন বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের পণ্যের বাজার মূল্য;
(ছ) প্রতিষ্ঠানের কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি (সিএসআর) খাতে ব্যয়;
(জ) কাস্টমস ইনফরমেশন সার্ভিস (সিআইএস) এ রক্ষিত আমদানি তথ্য;
(ঝ) আমদানিকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে বিল-অব-এন্ট্রি এবং স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত উপকরণের ক্ষেত্রে মূসক বা টার্নওভার কর চালানপত্র;
(ঞ) অভিন্ন বা সমজাতীয় সরবরাহের উপকরণ ব্যবহার এবং মূল্য সংযোজনের পরিমাণ;
(ট) বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, বিজ্ঞাপন এবং অন্যান্য খাতের ব্যয়;
(ড) হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি;
(ঢ) প্ল্যান্ট, মেশিনারীর উৎপাদন ক্ষমতা; এবং
(ণ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য।

৮। ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের নৈর্ব্যক্তিক গড় পদ্ধতি (objective approximation method)।— (১) যদি উপরি-উক্ত বিধিতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হয় বা কমিশনার বিধি ৩(২) এর শর্তাংশ মোতাবেক এই বিধিমালায় বর্ণিত ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার পদ্ধতিসমূহের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করিয়া সরাসরি নৈর্ব্যক্তিক গড় পদ্ধতিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন, তাহা হইলে বিধি ৪ এর অধীন গঠিত কমিটি, পরস্পর

সহযোগী নয় এমন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে সাধারণ ব্যবসায় সম্পর্কের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে নিরূপিত বা নির্ধারিত অভিন্ন বা সমজাতীয় অন্যূন ৩ (তিন) টি এবং অনূর্ধ্ব ৭ (সাত) টি পণের নৈর্ব্যক্তিক গড় নির্ধারণ করিয়া কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(২) উপরি-উক্ত বিধি (১) যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কমিশনার বিধি ১১ মোতাবেক, তাহার বিবেচনামতে অন্যবিধভাবেও নৈর্ব্যক্তিক গড় নির্ধারণ করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) বিধি (৪) এর অধীন গঠিত কমিটি বিধি ৪ হইতে ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিরূপিত ন্যায্য বাজার মূল্য সংক্রান্ত সুপারিশ সকল পর্যবেক্ষণসহ, কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত সুপারিশ প্রাপ্তির পর কমিশনার ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে যে সকল সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন তাহা সরবরাহকারীকে অবহিত করিবেন এবং শুনানীর তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিবেন।

(৫) কমিশনার, শুনানী গ্রহণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়া সরবরাহকারী এবং বোর্ডকে অবহিত করিবেন।

৯। সরবরাহ প্রদানকারীর অধিকার।— যদি কমিশনার কর্তৃক ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তাহা হইলে কোন্ পদ্ধতিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহার গণনাসহ (calculation), ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে, অবহিত হওয়ার অধিকার সরবরাহকারীর থাকিবে এবং আইনের অধীন তাহার আপীল করিবার অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না।

১০। মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের অধিকার।— (১) কোনো সরবরাহের ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার প্রয়োজন হইলে এবং লিখিত পত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মূল্য সংযোজন কর কর্মকর্তা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইলে সরবরাহকারী তাহার নিকট চাহিত দলিলাদি ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) যদি উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে অনুরুদ্ধ ব্যক্তি দলিলাদি প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে সময় বর্ধিতকরণের আবেদন কমিশনারের নিকট দাখিল করা যাইবে এবং কমিশনার উক্ত সময়সীমা আরো ৭ (সাত) কার্যদিবস পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অন্যান্য উপ-বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহকৃত কোনো দলিল বা ঘোষণার নির্ভুলতা বা যাথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ করিবার বা প্রশ্ন করিবার ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর কর্তৃপক্ষের অধিকার ক্ষুণ্ন হইবে না এবং সরবরাহকারী কোনোরূপ মিথ্যা ঘোষণা বা মিথ্যা বর্ণনা প্রদান করিলে, আইনের বিধান মোতাবেক তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১১। ক্ষমতা অর্পণ।— (১) বোর্ড আইনের ধারা ২ এর দফা (৫৮) এর উপ-দফা (গ) অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক গড়ের ভিত্তিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর (মূসক) কমিশনারেটের কমিশনারকে ক্ষমতা অর্পণ করিল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত কমিশনার, বিধি ৮ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী অথবা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অবহিত রাখিয়া, তৎবিবেচনায় উত্তম বা কার্যকর অন্য কোনো পদ্ধতি অনুযায়ী, নৈর্ব্যক্তিক গড়ের ভিত্তিতে ন্যায্য বাজার মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

১২। অব্যাহতি।— (১) এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ঔষধ সরবরাহের ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) আইনে যে পদ্ধতিতে ঔষধ সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর নিরূপণের বিধান করা হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে ঔষধ সরবরাহের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর নিরূপিত হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

(মোঃ নজিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান